দৈনিক ইনকিলাব

তারিখ APR. 20 1999
পৃঃ 22 কলাম ৫

108

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়

সড়ক অবরোধ ভাঙচুর

শিক্ষকদের হাতাহাতি

ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয় থেকে **এ টি এম রফিক/শামিমুর রহমান শামীম ॥** ব্যাপক গোলযোগ, ভাঙচুর, বোমাবাজি, অগ্নিসংযোগ, লাঠিচার্জ এবং মুজিববাদী শিক্ষকদের হাতে জেলা পরিষদের শিক্ষক লাঞ্ছিত হওয়ার ঘটনার মধ্যদিয়ে গতকাল (সোমবার) দ্বিতীয় দিনের মত ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনার্স ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হয়েছে। পরীক্ষা নির্ধারিত সময়ের দুই ঘন্টা পর আরম্ভ হয়।

ছাত্রদল, ছাত্র শিবির আহূত সড়ক অবরোধ ও ধর্মঘটের মধ্যে কড়া পুলিশী নিরাপত্তা বেষ্টনী সত্ত্বেও আন্দোলনকারীরা ব্যাপকভাবে পিকেটিং ও বেশ কিছু গাড়ী ভাঙচুর করেছে। এতদসত্ত্বেও ভর্তিচ্ছু ছাত্র-ছাত্রীরা অমানবিকভাবে রিকশা, ভ্যান, বাইসাইকেলযোগে প্রায় ৫০% থেকে ৫৫% পরীক্ষায় অংশগ্রহণ করেছে বলে প্রত্যক্ষ করা হয়েছে।

সকাল থেকে ধর্মঘটকারীরা ঝিনাইদহ-কুষ্টিয়া মহাসড়কের বিভিন্ন স্থানে ট্রাকের চাকা খুলে এলোপাতাড়িভাবে দাঁড় করিয়ে ব্যারিকেড সৃষ্টি করে। পরে পুলিশের লোকজন সড়ক থেকে ব্যারিকেড অপসারণের সময় ছাত্রদের সাথে সংঘর্ষ ঘটে। পুলিশ ছাত্রদের উপর লাঠিচার্জ করায় বেশ কিছু পিকেটার ছাত্র আহত হওয়ার খবর পাওয়া গেছে।

ক্যাম্পাসে আন্দোলনরত ছাত্র-ছাত্রীরা দাবী-দাবার প্রেক্ষিতে ইবিতে বিরাজমান অস্থিতিশীল পরিবেশের কারণে ইবি শিক্ষক সমিতির সিদ্ধান্ত মোতাবেক জিয়া পরিষদ এবং গ্রীন ফোরাম পরিক্ষার কার্যক্রমে অংশগ্রহণ করতে অনিচ্ছা প্রকাশ করে প্রথম দিনে যোগদান থেকে বিরত থাকে।

এ অবস্থার প্রেক্ষিতে ভর্তি পরীক্ষা কার্যক্রম প্রায় অচল হওয়ার উপক্রম হওয়ায় ভিসি প্রফেসর কায়েশ উদ্দীন সরকার দলীয় শিক্ষিকদের ও কর্মকর্তা-কর্মচারী দ্বারা প্রথম দিনের পরীক্ষা চালালেও পরীক্ষা গ্রহণের প্রাক্কালে প্রশ্নপত্র আনতে গিয়ে জিয়া পরিষদ ও গ্রীন ফোরামের শিক্ষকদের সাথে বঙ্গবন্ধু পরিষদের শিক্ষকদের মধ্যে হাতাহাতি, মারামারি, ধাওয়া পাল্টা ধাওয়ার ঘটনা ঘটেছে। উদ্ভূত পরিস্থিতিতে ৭ সদস্য বিশিষ্ট পরিবেশ উন্নয়ন কমিটি জরুরী ভিত্তিতে বৈঠকে মিলিত হয়। পরে ভিসি প্রফেসর মোঃ কায়েস উদ্দীন ছাত্র সংগঠন দু'টির দীর্ঘদিনের দাবী মেনে নেন। আজ (মঙ্গলবার) হতে ধর্মঘট প্রত্যাহার করে নেয়ায় শান্তিপূর্ণ পরিবেশে ভর্তি পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে বলে ধারণা করা হচ্ছে।